তবুও বলা

নির্মাল্য ভট্টাচার্য

শিরোনামে নেই প্রভাতী চায়ের কাপে
ঠোঁট ছুঁয়ে থাকা আমেজ দেশান্তরী
শারদীয়া পার হয়ে গেলে কিংখাপে
বুড়ো তলোয়ার পুনরাবৃত্তে ভারি
অভ্যাস মত চশমার কাঁচ মুছি
জল ঢালি ফের মাধবীলতার মুলে
কে কেমন আছে জেনে নেওয়া দিন- সূচী
সন্ধ্যার উপকূলে...
তুমিও ব্যস্ত আজকাল খুব বেশী
জানি শুনবেনা, নিষেধ, তবুও বলা
অনেক তো হল, সবার জন্য বাঁচা
দাবার নিয়মে সাদা কালো পথ চলা
এসো ফিরে দেখি, গোধূলি আলোয় স্নান
মেঘের গোপনে বিদ্যুৎ উদ্ভাস
এক মূহুর্তে পারাপার ম্রিয়মাণ
পর মূহুর্তে তীব্র জলোচ্ছাস...

নিসর্গ

অবিন সেন

বৃষ্টির পরে এখানে ঈশ্বর নেমে আসেন
...পায়ে পায়ে
সেথা, কাদা ধুয়ে উঠে আসে ঠিক যেন আদিবাসী মেয়ে
হাতে তার ফুলচোর হাসি...
শাদা খই,
ঝরে পড়ে চরাচর জুড়ে,
একটি টোকায়
শীকরবিন্দু প্রসাধন...
আড়ে, চ্যুত কদমের বাস,
গোধূমপুঞ্জিকা আলো...
ঢেউ ভেঙে নামে...
এমনই নির্জন
...কুমুদের ঘ্রাণে
ঈশ্বর নেমে আসেন...
যেমতি নরনারী ছায়া,
মায়াজোড়ে বাঁধে মাদলের বোল-টুসু গান—
আলো সব..আলো..সব মিলনের বাঁশি-ভিটে-মাটি...
যেন, লেলহার চাকে মধু জমে বুঁদ...
সহজ মায়া-হিম
তবু যেন এক অন্ত্যাক্ষরী গরমিল..
কখনো মুছে নেয়-আলো
যেন থেকে যায়
অসীম সময়..
ঈশ্বর চলে যান..তবে
পড়ে থাকে-পড়ে থাকে..
সব-অমূল্য ফসিল—

মাটিতে অর্ধেক প্রজাপতি

চান্দ্রেয়ী দে

আকাশ থেকে উড়ে এসে কয়েকটা লোক
আমাদের শহরতলিতে দৌরাত্ম্য করে বেড়াচ্ছে,
কুকুরগুলোকে কিভাবে যেন ওরা
ঘুম পড়িয়ে রেখেছে বালির ভিতর।
আর, কড়া নাড়া ওদের কাছে এমনই রপ্ত যে
আমরা খুলে দিয়েছি গোপন সমস্ত কিছু ওদের সামনে...
এখন ওরা জানে, সাজগোজ আমাদের প্রিয়।
আমরা তো উড়তে পারিনা, ডানা নেই আমাদের
তবু আশ্চর্য ক্ষমতায় প্রত্যেকে পাপ নিয়ে জন্মাই
বুঝতে পরি, উলঙ্গ থাকতে নেই আমাদের কখনও,
ওদিকে, অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে গেলে ওদের গায়ে
মাছের মতো গন্ধ হয়,
চিড়িয়াখানায় গেলে জন্তুদের মতো,
বনে-বাদাড়ে পাওয়া গেলে, আমরা, গাছ ভেবে ভুল করে ফেলি ওদের।